গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

রেজিঃ নং–ঢ ০১৩২৫

গঠনতন্ত্র

৭ম সংস্করণ– জুলাই, ২০২১

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি
কার্যকরী সদর দপ্তর
ফারজানা টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা)
৩৭/১, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৯৫১২১৫৪
E-mail : bamuc.com@gmail.com
web : www.bamuc.org

প্রাপ্তিস্থান
মুজাহিদ প্রকাশনী
৪২/৪৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৪৭১১৪০৪০, ০১৯৮৬৩৪০৭৫০

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৫ (পচিশ টাকা) মাত্র।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
ধারা-১ নাম	১২
ধারা-২ পতাকা ও লোগো	১২
ধারা-৩ সদর দপ্তর	১৩
ধারা-৪ কার্যকাল	১৩
ধারা-৫ উদ্দেশ্য	১৪
ধারা-৬ লক্ষ্য	১৪
ধারা-৭ কর্মসূচি	১৫
ধারা-৮ আমীরুল মুজাহিদীন	১৯
ধারা-৯ মুজাহিদ সদস্য	১৯
ধারা-১০ সংগঠন	২০
ধারা-১১ কেন্দ্রীয় সংগঠন	২০
ধারা-১২ আমীরুল মুজাহিদীনের ক্ষমতা ও অধিকার	২৩
ধারা-১৩ বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সদস্যগণের দায়িত্ব-কর্তব্য	২৪
ধারা-১৪ স্বেচ্ছাসেবক টিম	২৮
ধারা-১৫ শাখা কমিটি	২৮
ধারা-১৬ শাখা কমিটি গঠন প্রণালী	২৯
ধারা-১৭ শাখা কমিটি গঠন পদ্ধতি	৩০
ধারা-১৮ শাখা কমিটিসমূহের দায়িত্বশীল ও সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৩
ধারা-১৯ উপদেষ্টা পরিষদ	৩৭
ধারা-২০ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৭
ধারা-২১ কমিটিসমূহের দায়িত্বশীল ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও গুনাবলী	৩৮
ধারা-২২ মুজাহিদ সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৯
ধারা-২৩ সভা	৪০
ধারা-২৪ সভা আহবান	৪০
ধারা-২৫ কোরাম	৪০
ধারা-২৬ তহবিল গঠন	৪১
ধারা-২৭ মাসিক দান	৪১
ধারা-২৮ ব্যয়ের খাত	৪২
ধারা-২৯ ব্যয় নির্বাহ	৪২
ধারা-৩০ ব্যাংক হিসাব	৪৪
ধারা-৩১ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় নির্বাহ কমিটি	৪৪
ধারা-৩২ নিরীক্ষা	৪৬
ধারা-৩৩ নিরীক্ষা কাল	৪৭
ধারা-৩৪ কল্যাণ তহবিল	৪৭
ধারা-৩৫ সদস্যপদ বাতিল	৪৮
ধারা-৩৬ কমিটির দায়িত্বশীল ও সদস্যগণের অপসারণ/বরখাস্ত	৪৮
ধারা-৩৭ সালিশ বোর্ড	৪৯
ধারা-৩৮ শূন্যপদ পূরণ	৫১
ধারা-৩৯ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সংশোধন	৫১
ধারা-৪০ বিলোপ সাধন	৫২
শপথনামা	৫৩
হযরত পীর সাহেব হুযূর চরমোনাই রহ. ঘোষিত ঐতিহাসিক তিন সবক ও তিন শর্ত	৫৪
চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সাজ্‌রানামা	৫৬
মুজাহিদগণের প্রতি নির্দেশ	৬০

ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন, প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। -(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

'আর তোমরা কেউ খাঁটি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না'। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১০২) আমাদের প্রত্যেকের সামনে মউত, কবর, হাশর, মিজান ও পুলসিরাত- এই পাঁচটি মামলা দায়ের আছে। খাঁটি মুসলমান হয়ে বিদায় নিতে না পারলে উক্ত পাঁচ মামলায় আটকা পড়ে যেতে হবে। দুনিয়ার মামলায় হেরে গেলে পুনরায় আপিলের সুযোগ আছে, কিন্তু আখেরাতের মামলায় একবার হারলে দ্বিতীয়বার আপিলের আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এই নশ্বর দুনিয়ায় খাঁটি মুসলমান হয়ে চলার জন্য এক জীবনব্যবস্থার কথা পবিত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম'। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৯) কেবলমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সঠিক সত্য পথে পরিচালিত করতে পারে।

উপরোক্ত পাঁচটি মামলা বা ঘাঁটি পার করে বান্দাকে তার মঞ্জিলে মাক্ছুদ জান্নাতেও একমাত্র ইসলামই পৌঁছাতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করে তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে আখেরী নবী হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল পয়গম্বরগণই এই দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে পূর্ণ দ্বীন কায়েম করার জন্য তাঁরা আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, হক্কানী পীর মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরাম সবাই ধারাবাহিকভাবে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে আজীবন কোশেশ করে গেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে'। -(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১১০)

আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের যাবতীয় হুকুম পালন করাই বান্দার কাজ। বান্দা হিসেবে এই নশ্বর দুনিয়ায় প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর পূর্ণ গোলামী করাই বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাত ও রেজামন্দী হাসিল করতে হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুহাব্বাত করতে হবে। তাঁর আদর্শ মোতাবেক জীবন চালাতে হবে। এটাই আল্লাহকে পাওয়ার ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার একমাত্র উপায়।